দৈনিক বার্তা

তারিখ ... 21.7.1980 ...
পৃষ্ঠা ... 5 কলাম 2 ...



# নিরক্ষরতা দূরীকরণঃ শিক্ষার প্রসার

॥ ডঃ মোঃ আবদুস সামাদ ॥

শিক্ষা যে জাতির মেরুদন্ড এবং শিক্ষার উপরেই যে একটি দেশের সমৃদ্ধি নির্ভরশীল একথা নতুন ভাবে বলার প্রয়োজন পড়ে না। পবিত্র কোরাণ শরীফে প্রত্যেক নর-নারীর জন্যে বিদ্যাশিক্ষা ফরজ করা হয়েছে। হাদিস শরীফে বিদ্যা শিক্ষার জন্যে সুদূর চীনে যেতেও বলা হয়েছে। এসব শিক্ষায় এটাই বোঝা যায় ব্যক্তি থেকে জাতীয় জীবন পর্যন্ত প্রতিটি ক্ষেত্রে সমৃদ্ধি অর্জন করতে হলে বিদ্যা শিক্ষা ছাড়া উপায় নেই। বিশ্বের দিকে দৃষ্টিপাত করলে আমরা এটা সুস্পষ্টভাবে দেখতে পাব যে জাতি যত বেশী শিক্ষিত সে জাতি তত বেশী সমৃদ্ধও বটে।

**শিক্ষার মাহাত্ম**

শিক্ষার মাহাত্ম্য যাই-ই হোক না কেন বাংলাদেশে শিক্ষিতের হার কিন্তু মোটেও আশাব্যঞ্জক নয়। এক হিসেবে দেখা গেছে, আমাদের দেশে শিক্ষিতের হার এখনো শতকরা পঁচিশ ভাগের নীচে। বিশ্বের অনেক দেশে যেখানে শিক্ষিতের হার শতকরা একুশ ভাগের কাছাকাছি গিয়ে পৌছেছে তখন এদেশে এই শিক্ষিতের হার কেবল উদ্বেগের বিষয়ই নয় তা লজ্জার কথাও বটে। অবশ্য এর ঐতিহাসিক কারণও আছে বৈকি। দীর্ঘকাল ঔপনিবেশিক শাসনে থাকার সময় বিদেশী শাসকরা এদেশে লেখাপড়ার দিকে তেমন দৃষ্টি দেননি। নিজেদের প্রয়োজনের বাইরে এদেশে লেখাপড়া বিস্তারের জন্যে তারা কখনো উৎসাহী ছিলেন না। এছাড়া বাঙ্গালী মুসলমান সমাজ নিজেদের রাজত্ব হারিয়ে এমনভাবে নিজেদের গুটিয়ে নিয়েছিলেন যে, পরশাসনে থাকার সময় যতটুকু শিক্ষার আলো জ্বলেছিল সেটাও গ্রহণ করতে তাদের দ্বিধা ছিল, মানসিক দ্বন্দ্ব ছিল। মেয়েদের অবস্থা ছিল পুরুষদের চেয়েও শোচনীয়।

**দিন পাল্টে গেছে**

এখন দিন পাল্টে গেছে। গ্রামে গ্রামে প্রাথমিক স্কুল কেন মাধ্যমিক স্কুল পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এতদসত্বেও ওগুলোতে যত শিক্ষার্থী হওয়ার দরকার সেটা হচ্ছে না। বর্তমানে প্রাথমিক স্কুলে পড়তে গেলে বেতন দিতে হয় না। তবু ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা কেন আশাপ্রদ হচ্ছে না? এই প্রশ্ন খুঁটিয়ে দেখলে দেখা যাবে যে, এর পিছনে প্রধান কারণ হলো দারিদ্র্য। বই-পত্র কেনার সামর্থ অনেক শিক্ষার্থীর নেই। ছেলেদের বয়েস একটু বাড়লেই দরিদ্র পিতা তাদের সংসারের কাজে লাগাতে চায়। তাদের মাঠে পাঠানো হয়, ধনী দের বাড়ীতে গরু চরানোর কাজে লাগানো হয়। এর পরে আছে বেকারত্বের প্রশ্ন। প্রতি বছরই বেকারের সংখ্যা বেড়ে চলেছে। লেখাপড়া শিখে কাজ না পাওয়া একটা দুঃসহ ব্যাপার। এরা চাকুরী না পেয়ে সংসারের কেবল বোঝা হয়ে থাকে। তাদের লাঙ্গল নিয়ে মাঠে যেতে লজ্জা হয়। দেখে শুনে তাই গ্রামের মানুষ ছেলে-মেয়েদের স্কুলে পাঠানোর জন্য আগ্রহী নয়। কেউ কেউ স্পষ্ট বলেই ফেলেঃ আমাদের দুঃখের কপাল-লেখাপড়া শিখে কি হবে? লেখাপড়ার অর্থ যে ভিন্ন এবং এতে মানুষের মণ কতখান যে উদার ও বিস্তৃত হয় সেটা তারা মোটেই বুঝতে চায় না। হাতে হাতে যেটা পাওয়া যায় না যেটা তারা গ্রহণ করতে চায় না। এ কারণেই আমাদের দেশে স্বাধীনতা উত্তরকালেও শিক্ষার বিস্তার আশানুরূপ হচ্ছে না। তাই কেবল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বাড়িয়ে নয় দেশে শিক্ষিতের হার বাড়ানোর জন্যে বাস্তব কর্মসূচী গ্রহণ করা জরুরী হয়ে পড়েছে।

**নিরক্ষরতা দূর করতেই হবে**

বাংলাদেশের বাস্তব সব চিত্র সামনে রেখে দেশ থেকে নিরক্ষরতা দূরীকরণের পথ বেছে নিতে হবে। এদিকে লক্ষ্য রেখে বিপ্লবের দ্বিতীয় ধাপ হিসেবে গত একুশে ফেব্রুয়ারী থেকে শুরু হয়েছে গণ-শিক্ষা অভিযান। এ অভিযানকে সফল করে তুলতে হবে। এজন্যে নৈশ বিদ্যালয়গুলোতে যারা শিক্ষা-দান কাজে নিযুক্ত তারা ছাড়াও সমাজের সর্বস্তরের জনগণের সাহায্য ও সহযোগিতার হাত প্রসারিত করা জরুরী হয়ে পড়েছে। এগিয়ে আসতে হবে সমাজ কল্যাণ বিভাগকে। এই বিভাগটি তৎপর হলে রেজেষ্ট্রীকৃত দেশের অসংখ্য ক্লাব ও অন্যান্য সমাজ কল্যাণ মূলক প্রতিষ্ঠানকে এ কাজে লাগানো যেতে পারে। তাদের কতটুকু উৎসাহিত করা হচ্ছে জানিনা তবে দেশের অধিকাংশ ক্লাব, সমিতি এ ব্যাপারে কোন কার্যক্রম গ্রহণ করেনি। গণ-শিক্ষা অভিযানকে সফল করে তুলতে বলে ইউনিয়ন পরিষদের কর্মকর্তাদের আরো সবল ভূমিকা পালন করতে হবে। তারা ব্যাপক ভাবে প্রচার কাজ চালালে গ্রামের দরিদ্র মানুষ রাতের বেলা তাদের ছেলে-মেয়েদের নিয়ে নিজেরাই নৈশ বিদ্যালয়ে গিয়ে লেখাপড়া শিখতে উৎসাহী হবে। নৈশ বিদ্যালয়গুলোতে নাকি তেল সংকট দেখা দিয়েছে। ইউনিয়ন পরিষদ থেকে সময়মত তেল সরবরাহ করা হচ্ছে না। এদিকে ইউনিয়ন পরিষদগুলোকে লক্ষ্য রাখতে হবে। একটি বিষয় উল্লেখ করা দরকার। গণ-শিক্ষা অভিযানে গ্রামের মেয়েদেব অক্ষর জ্ঞান যে রকম ভাবে দেয়া হচ্ছে না বলে জানা গেছে। এ জন্যে মহিলা সমিতিগুলোকে অবশ্যই এগিয়ে আসতে হবে। তারাও নৈশ বিদ্যালয় পরিচালনা করতে পারে।

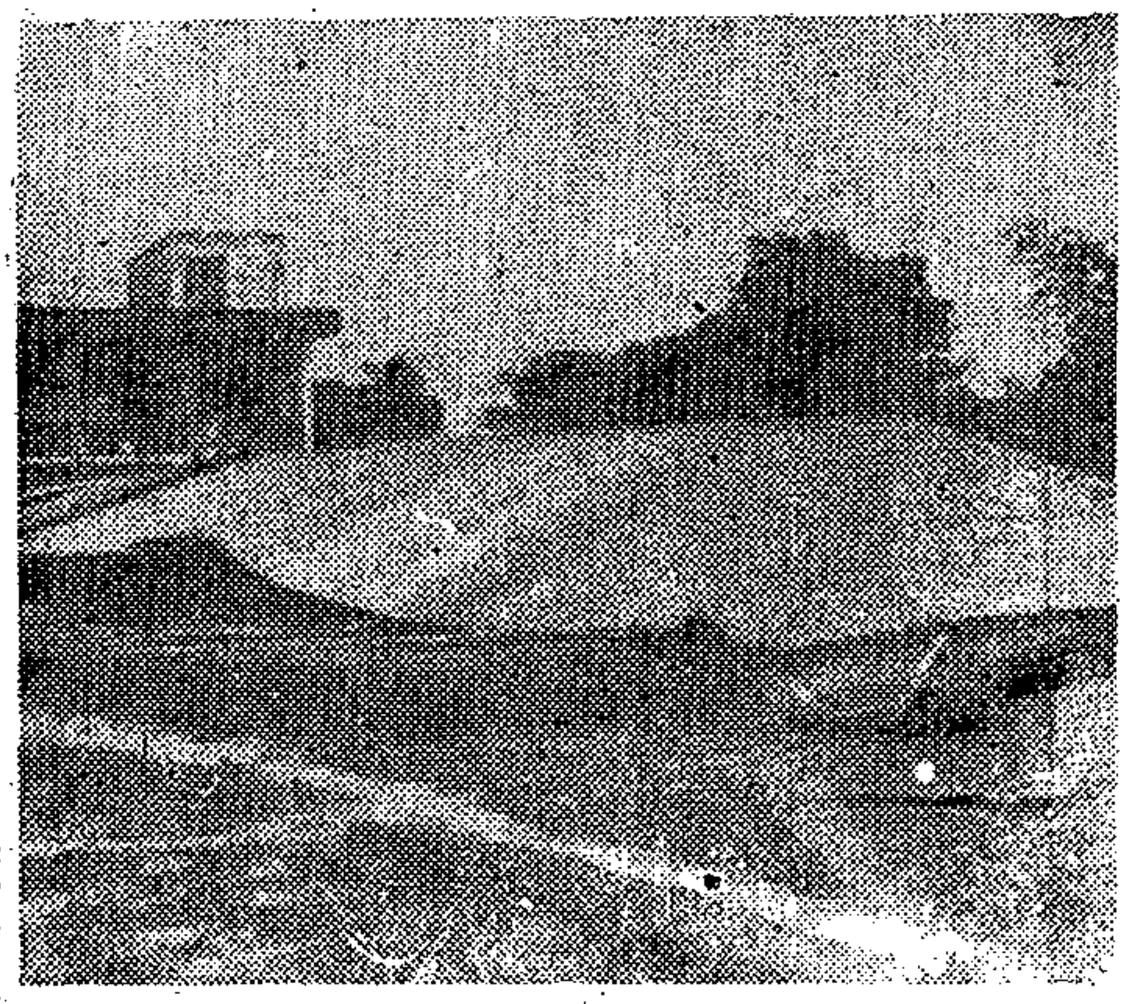

**এটা কি অসম্ভব ব্যাপার ?**

মোটের উপর কথা, দেশে শিক্ষিতের হার বাড়ানো একেবারে অসম্ভব ব্যাপার নয়। সমাজের বুক থেকে নিরক্ষরতার অভিশাপ দূর করতে যে কার্যক্রম শুরু হয়েছে সকলের সক্রিয় সহযোগিতা পাওয়া গেলে এবং ব্যাপক প্রচারণা চালানো হলে তাতে অবশ্যই সুফল পাওয়া যাবে। দেশ সুশিক্ষিত হয়ে উঠলে সমৃদ্ধি আপনা থেকেই আমাদের মুঠিতে ধরা দেবে।



কালবোশেখীর স্বাক্ষরঃ বগুড়ার গাবতলি থানার একটি স্কুল
—দৈনিক বার্তা